OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 499 – 509
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নৈতিকতার প্রেক্ষিতে ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিবারের গুরুত্ব

পারমিতা মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ
বামনপুকুর হুমায়ুন কবির মহাবিদ্যালয়
Email ID : paroju92@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Family, marriage, morality, duty, Caturāśrama, Brahmacarya, Gṛhasthāśrama, Vānaprastha.

Abstract
The concept of family is not static in either the Indian or Western context; rather, it evolves continuously over time. Moreover, the purpose and function of family life differ significantly between these cultural frameworks. In India, family life is integral to the four āśramas - brahmacarya (student life), gārhasthya (householder life), vānaprastha (hermit stage), and sannyāsa (renunciation). Each āśrama aims to guide an individual towards spiritual liberation. The gārhasthya āśrama, or householder stage, is particularly significant as it involves fulfilling familial duties and responsibilities, which are seen as essential steps towards attaining mokṣa, or liberation from material bondage.

In contrast, the Western concept of family centers on different foundational purposes. The primary motivations for forming a family in the Western context typically include the marital relationship, procreation, and the upbringing of children. Here, family life is often viewed through the lenses of companionship, sexual fulfillment, and the nurturing and maintenance of offspring.

This paper aims to highlight the importance of the Indian family structure within the context of morality. It begins by exploring the traditional understanding of family in ancient India, emphasizing its spiritual and moral objectives. The discussion then delves into the role of marriage as the cornerstone of family life, the responsibilities that come with familial roles, and the moral imperatives that guide these duties. Through this analysis, the paper seeks to underscore the unique moral framework that underpins the Indian concept of family.

Discussion

ভূমিকা - মানব সমাজের ইতিহাসে পরিবার হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার ছাড়া মানব সমাজ কল্পনাই করা যায় না। সমস্ত প্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই পরিবারের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবার কেবলমাত্র কতকগুলি

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থান নয়। যে গোষ্ঠীসংঘে প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রাথমিক বন্ধন তৈরী হয়, সেই গোষ্ঠী হল পরিবার। বিশ্বের যে কোন সমাজের মূল ভিত্তি হল এই পরিবার। পরিবারকে তাই মানব সমাজের আদি গোষ্ঠী বা প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা হয়। পরিবার হল এমন একটি গোষ্ঠী যেখানে মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে সে লালিত পালিত হয় এবং পরিবারের মধ্যেই শিশুর সামাজিকীকরণ ঘটে অর্থাৎ পরিবারের মধেই মানব শিশু সামাজিক জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। সেই পারিবারিক শিক্ষা তার ভবিষ্যৎ, সমাজ জীবনকেও অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। পরিবার থেকে বিদ্যালয়, নানারকম সভা সমিতি, সংঘ এবং বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তের মধ্যে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। পরিবার হল এমন একটি গোষ্ঠী যেখানে পারস্পরিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ উপলব্ধ হয়। জীবনের হাসি, সুখ, আনন্দ ইত্যাদিকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে এই পরিবারের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তা আবেগ ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে পরিবারের মূল যে পার্থক্য তা হল পরিবার হল এমন একটি গোষ্ঠী যেখানে তার প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে এই আত্মীয়তার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না।

পরিবার :

পরিবার যার ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'family'। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে একটি রোমান শব্দ 'femulus' থেকে যার উৎপত্তি হয়েছে। যার বাংলা প্রতিশব্দ হল ভৃত্য। রোমান আইন অনুযায়ী পরিবার বলতে বোঝাত উৎপাদক ও ক্রীতদাসের গোষ্ঠী এবং অভিন্ন গোষ্ঠী বা বিবাহ সূত্রে সম্পর্কিত অন্যান্য সদস্যদের সমাজ। রাষ্ট্র ইত্যাদি গঠনের প্রাথমিক ধাপ হল এই পরিবার। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Politics' এ এই পরিবারের গঠন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে নারী, পুরুষ ও দাস এই তিনের সমন্বয় যখন সঙ্ঘটিত হল তখনই পরিবারের উদ্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে তিনি কবি হিসিওয়ডের একটি বিখ্যাত উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটি হল "First house, and wife, and ox to draw the plough"[১] অর্থাৎ একটি পরিবার গঠন করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি গৃহের এবং স্ত্রীর এবং লাঙলটাকে টানার জন্য প্রয়োজন একটি বলদের। বলদ বলতে এখানে দরিদ্র কৃষকের অর্থাৎ দাসের কথা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, পরিবার নামক সংগঠনটি গঠিত হয় একটি পুরুষ ও একটি মহিলার বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এবং এক্ষেত্রে বিবাহ নামক মাধ্যমটিকে একটি পবিত্র বন্ধন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিবাহ নামক মাধ্যমটিকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব কতকগুলি নৈতিক মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এই নৈতিক মূল্যগুলি মানুষকে সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান করে তোলে। ভারতবর্ষের পরিবার হল একটি নৈতিক সংগঠন যেখানে একটি দম্পতির বৈবাহিক কর্তব্যগুলি স্বধর্ম, শ্রদ্ধা, ঋত, পুরুষার্থ পালনের মধ্য দিয়ে আসে। এই পরিবারের মূল কেন্দ্রে থাকে পরিবারের কর্তা। এই পরিবারের কর্তা নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে সরিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখ ইত্যাদির দিকে বেশি মনোযোগী হন যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগঠনটি একটি শান্তির বাতাবরণ তৈরী করে।

প্রাচীন ভারতীয় পরিবারের ধারণা :

প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে বৈদিক যুগে মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সমাজে আশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং উপনিষদের যুগে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য ইত্যাদি রচনার সময় এই আশ্রম প্রথা বর্তমান ছিল। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে - "ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।"[২] অর্থাৎ উক্তশাস্ত্রে চার প্রকার আশ্রমের উল্লেখ করা রয়েছে, যথা- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ধর্ম শাস্ত্র অনুযায়ী একজন ব্যক্তি অবশ্যই ধারাবাহিক ভাবে উক্ত চারপ্রকার আশ্রমধর্ম পালন করবেন অর্থাৎ চতুরাশ্রম প্রথা অনুসারে আর্য সন্তানের জীবন চার ভাগে বিভক্ত করা হত। প্রথম পর্ব হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যেখানে উপনয়ন সংস্কারের পর আর্যবালক গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় পর্ব হল গৃহস্থাশ্রম, যেখানে বলা হয়েছে, "দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।"[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ দ্বিজ বা উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি গুরুর অনুমতি নিয়ে বিবাহ করবেন এবং জীবনের এই দ্বিতীয় ভাগে দ্বিজ বিবাহিত অবস্থায় গৃহী হিসাবে গৃহে বসবাস করবেন। প্রৌঢ়ত্বে অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় স্তরে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি সকল কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রকারগণের অভিমত হল যে, একটি আশ্রম শেষ হওয়ার অর্থ হল পরবর্তী আশ্রমে উপনীত হওয়ার প্রস্তুতি এবং এইভাবে মানুষ মোক্ষের দিকে অগ্রসরহয়। সমাজের স্থিতি ও ক্রমোন্নতির জন্য চতুরাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকে সুগঠিত করে তাকে মোক্ষাভিমুখী করা অর্থাৎ এই চতুরাশ্রম প্রথার মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থ অর্জিত হয়। আর এইখানেই আশ্রম ধর্মের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য প্রস্ফুটিত হয়। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, “পূর্ব্বমেধ ভগবতা ব্রহ্মণা লোকহিতমনুতিষ্ঠতা ধর্ম্মসংরক্ষণার্থমাশ্রমাশ্রমাশ্চত্বারো-ঽভিনির্দ্দিষ্টাণ।[৪] অর্থাৎ মানুষের জীবনকে স্বার্থক করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই আশ্রম ধর্মের ব্যবস্থা করেছেন। প্রাচীন ঋষিগণ এটাও বলেছেন যে, “ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ। যথোক্তচারিণঃসর্ব্বেগচ্ছেন্তিপরমাং গতিম্।।”[৫] অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী সকলেই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে আপন আপন আশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহলে তাঁরা পরমগতি প্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত চার প্রকার আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার আশ্রম হল গৃহস্থাশ্রম। এই প্রকার আশ্রম ধর্মের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার অর্ন্তনিহিত রূপটি বর্তমান রয়েছে। একজন ব্যক্তি গৃহস্থ জীবন কীভাবে আরম্ভ করবেন প্রাচীন শাস্ত্রে খুব স্পষ্টভাবে তার উপদেশ দেওয়া আছে। যেমন, মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে – “গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি। উদ্বাহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।।”[৬] অর্থাৎ দ্বিজ বা ব্যক্তি গুরু কর্তৃক অনুমতি নিয়ে বিধিসম্মত ভাবে সমাবর্তন নামক সংস্কারটি পালন করে সুলক্ষণযুক্ত সবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করবেন।এখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ করার পর ব্যক্তিকে বিবাহ নামক সংস্কারটি পালন করার মাধ্যমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া উপনিষদ, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ করার পর ব্যক্তিকে গৃহাস্থশ্রমে প্রবেশের উপদেশ দেওয়া রয়েছে। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে, গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদায় কালে গুরু শিষ্যকে কিছু উপদেশ দিতেন,তার মধ্যে অন্যতম হল – “আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যব্বচ্ছেৎসীঃ।”[৭] অর্থাৎ আচার্যকে তাঁর প্রিয় জিনিস দান করে তাঁর নির্দেশ মতো সংসারে প্রবেশ করে সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশ ধারা অবিছিন্ন রাখা। আবার মহাভারতের শান্তিপর্বেও ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে “দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং গৃহমেধী গৃহে বসেৎ। ধর্ম্মলব্ধৈর্যুতোদারৈরগ্নানাহৃত্য সুব্রতঃ।।”[৮] অর্থাৎ গৃহস্থব্যক্তি ধর্মলব্ধ ভার্যার সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে অগ্নিস্থাপন করেও গৃহস্থের নিয়মগুলো পালনের মধ্য দিয়ে জীবনের দ্বিতীয়ভাগে গৃহে বাস করবেন।

সাধারনত চার প্রকার আশ্রমের প্রত্যেকটি আশ্রম ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় স্তর এবং প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও অন্যান্য আশ্রমের থেকে গৃহস্থাশ্রম অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ কারণ গৃহস্থাশ্রম হল সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই প্রকার আশ্রমের সামাজিকমূল্যও রয়েছে। গৃহস্থাশ্রম কেন অন্যান্য আশ্রমের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ তা আলোচনা করা হল।

প্রথমত, গৃহস্থাশ্রম হল সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম কারণ এই আশ্রমের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য তিনপ্রকার আশ্রম অবস্থান করে। মনুসংহিতাতে মনু বলেছেন যে, “যদা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ।।”[৯] অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী যেমন বায়ুকে অবলম্বন করে জীবন ধারণ করে, সেরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করে অপরাপর আশ্রমবাসীরা জীবন ধারণ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, ভিক্ষু এই তিন আশ্রমবাসীই প্রতিদিন গৃহস্থ কর্তৃক বিদ্যা ও অন্নদানাদি দ্বারা প্রতিপালিত হয়। কারণ ব্রহ্মচারী উপার্জন করেন না, বানপ্রস্থীও উপার্জন করেন না, সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একমাত্র গৃহস্থ ব্যক্তিই অর্থোপার্জন করেন, উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং সমগ্র সমাজকে প্রতিপালন করেন। আবার বলা হয়েছে যে, “যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্। তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্।।”[১০] অর্থাৎ সমস্ত নদনদী যেমন সাগরে গিয়ে স্থিতি লাভ করে, সেই রূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করেন। আর এই গৃহস্থের শক্তিতেই সমাজ গতিশীল হয়, তাই গৃহস্থকে বাদ দিলে সমাজ অচল হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কারণের জন্য মনুসংহিতায় মনু বলেছেন যে, “গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।।”[১১] অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম হল সকল

আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। গৃহস্থকে আশ্রয় করে যেমন ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক ও ভিক্ষু এই তিন আশ্রমবাসী অবস্থান করে ঠিক সেই রকম সমস্ত জীবজন্তুও গৃহস্থের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই দুই আশ্রমে আশ্রয়ী মূলত নিজেদের আধ্যাত্মিক কামনা করে থাকেন, তাঁদের কাছে জগতের কল্যাণ কামনা অত্যন্ত গৌণ। জগতের কল্যাণ কামনা মূলত গৃহস্থ ব্যক্তিই করে থাকেন। তাই গৃহস্থের দায়িত্ব এই তিন আশ্রমবাসীর তুলনায় অনেক বেশী। অতএব গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলতেই হয়।

দ্বিতীয়ত, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য নিছক কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। এর উদ্দেশ্য হল ধর্ম, অর্থ, কাম – এই ত্রিবর্গের সাধনা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ –এইগুলি সকল মানুষের কাঙ্ক্ষিত। এ কারণে এগুলিকে পুরুষার্থও বলা হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম – এই তিনটিকে একত্রে ত্রিবর্গ বলা হয়। আর গৃহস্থাশ্রম পালনের মাধ্যমে গৃহী ত্রিবর্গ পুরুষার্থ লাভ করতে পারেন। মহাভারতে তাই বলা হয়েছে "ত্রিবর্গঃ কেবলং ফলম্।।"[১২] গৃহীর পক্ষে এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থ লাভ করা যায় একমাত্র ভার্যার সহায়তায়।

তৃতীয়ত, হিন্দু-মতাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে, জন্ম থেকেই মানুষ তিনটি ঋণে আবদ্ধ থাকেন যথা দেবঋণ অর্থাৎ দেবতাগনের কাছে, ঋষিঋণ অর্থাৎ ঋষিগণের কাছে, পিতৃঋণ অর্থাৎ পিতৃপুরুষের কাছে। প্রত্যেকটি মানুষই বয়োঃপ্রাপ্ত হলে তাকে এই তিনটি ঋণ শোধ করতে হয়। একজন ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম পালন করার মাধ্যমে এই ঋণগুলি শোধ করতে সক্ষম হন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি সুষ্ঠ ও সংযতভাবে ব্রহ্মচারী অবস্থায় জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে ঋষিঋণ শোধ করতে পারেন। যাগযজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে দেবঋণ শোধ করতে পারেন এবং সন্তান উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পারেন।[১৩]

অতএব উপরোক্ত কারণ গুলির জন্য বলা যায় যে, গৃহস্থাশ্রম হল অন্যান্য আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এছাড়া গৃহস্থাশ্রমের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তাঁর সমস্ত সামাজিক দায় দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারেন। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে এই প্রকার আশ্রম ধর্ম পালন করার মধ্য দিয়ে।

পরিবারের ভিত্তি হিসাবে বিবাহের গুরুত্ব :

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গৃহস্থ বা পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি বা উপাদান হল বিবাহ। বৈদিক দর্শনে মনে করা হয় যে, একজন মানুষের জীবনে বিবাহ কেবলমাত্র দুটি নর-নারী বা দুটি পরিবারের মধ্যে একটি চুক্তি বা নিছক সামাজিক প্রথা মাত্র নয়। এটি হল একটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। বৈদিক ধারায় বিবাহ হল এক ধরনের ধর্মগত সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান। এটি একটি যজ্ঞ বা পবিত্রকর্ম। আবার বিবাহ হল দেহ, মন ও আত্মার মিলন ক্ষেত্র। যেখানে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বামী ও স্ত্রী বসবাস করেন। বিবাহের ধর্মীয় দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিবাহ নামক অনুষ্ঠানে বর-বধূ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি পক্ষ থাকে তাহল ধর্ম। বিবাহের মাধ্যমে দুপক্ষই যুগ্ম ধর্মীয় কর্তব্যের সূত্রেই আবদ্ধ হয়। কেবলমাত্র পতি ও পত্নীর দ্বারাই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। সেক্ষেত্রে সমাজ, গুরুজন, দেবতাদেরও অনিবার্য কিছু ভূমিকা থাকে। প্রাচীন শাস্ত্র মতে বিবাহের ক্ষেত্রে দেবতাগণ কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। মনু বলেছেন যে - "দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ। তাং সাধ্বী বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্।।"[১৪] অর্থাৎ স্বামী কখনও নিজের ইচ্ছায় প্রেরিত হয়ে ভার্যা গ্রহণ করতে পারেন না, তা সম্পূর্ণ ঈশ্বর প্রদত্ত। তাই দেবগণের প্রিয় আচরণকারী ব্যক্তি সেই সাধ্বীস্ত্রীকে সর্বদা ভরণ পোষণ করবেন। ধর্ম পতি-পত্নীকে বিচ্ছিন্ন হবার অনুমতি দেয় না, বরং যেকোনো মতবিরোধের মধ্যস্থতা করে তাঁদের স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য তাই স্বামী স্ত্রীর বন্ধন কখনো ছিন্ন হয় না। তাই প্রাচীন পরিবারে বিবাহের পরে একজন পত্নী সারাজীবন পতির সুখদুঃখের সঙ্গিনী হয়ে থাকবেন এবং বিবাহের পর তাঁর পক্ষে পতিগৃহ ছাড়া অন্যত্র হওয়া উচিত নয়। বিবাহ মানুষকে সত্য ও কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ করে তার সামনে পবিত্র জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

প্রাচীন শাস্ত্রে পরিবার বা সংসারকে পৃথিবীতে স্বর্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সত্যের আধার ও সৎ কর্মের আবাসস্থল হিসাবে গন্য করা হয়েছে। আর এইরূপ সংসারে বা গৃহে গৃহকার্য সম্পন্ন করার জন্য দেবতারা পত্নীকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পতির হাতে সমর্পণ করেছেন। গৃহস্থাশ্রম ও বিবাহের ক্ষেত্রে তাই পত্নী গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে স্ত্রীকে 'ভার্যা', 'জায়া', 'পত্নী' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় পরিবারে গৃহিণীকে গৃহ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই হয় ভার্যাকে ধর্ম, অর্থ ও কাম এইরূপ ত্রিবর্গ পুরুষার্থ সম্পাদনের উপায় বলা হয়েছে। কারণ ভার্যার সহায়তা ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ত্রিবর্গ পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব নয়। পুরুষের পক্ষে ভার্যাই হল পরম পুরুষার্থ এবং ভার্যার সহায়তা ভিন্ন গৃহীর পক্ষে সংসার জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব। তাই ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা। ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ।।"[১৫] অর্থাৎ ভার্যা হলেন পুরুষের শরীরের অর্ধাংশ, ভার্যা সর্ব প্রধান সখা, ভার্যা ধর্ম, অর্থ, কামের প্রধান কারণ এবং ভার্যাই উদ্ধার পাওয়ার প্রধান হেতু। এছাড়া ভার্যাই হল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার মূল সহায়ক। ধর্মাচরণ পত্নী ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ঋগ্বেদের নানা স্থানে পতি-পত্নীর একত্রে ধর্মাচরণের কথা বলা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, "বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিসৃজঃ।"[১৬] অর্থাৎ হে ইন্দ্র, তোমার সেবক এবং পাপ দ্বেশী যজমান দম্পতি তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণ হব্য দান করে তোমার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করছে। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "প্র মন্দযুর্মনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্যো মিথুনা যজত্রঃ।।"[১৭] অর্থাৎ হে ইন্দ্র, মর্ত্য হোতা স্তত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে স্ত্রী পুরুষের যজ্ঞ নিষ্পন্ন করছে।

অতএব দেখা গেল প্রাচীন পরিবারে ভার্যাই হল প্রধান অবলম্বন। যে ব্যক্তি নিজের ভার্যা রক্ষায় যত্নবান হন, তিনি বংশ পরম্পরা, আত্ম-চরিত্র ও ধর্ম এই সমস্তই রক্ষা করতে পারেন।

বিবাহের লক্ষ্য :
বৈদিক দর্শনে বিবাহের তিন প্রকার উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল ধর্ম, প্রতি ও রতি।

ধর্ম : বৈদিক ধারায় ধর্ম হল বৈবাহিক জীবনের চরম লক্ষ্য। বিবাহের সাথে ধর্মের সম্পর্ক কী তা জানতে গেলে ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানতে হবে। 'ধর্ম' শব্দটি 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় সহযোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ হল– যা সকলকে ধারণ করে। অর্থাৎ লোকস্থিতি যার উপর নির্ভরশীল। যাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা চলছে অথবা যেবস্তু অর্থ-কামাদি লাভের সহায়ক হয় তার নাম হল ধর্ম। ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে বিবাহের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ধর্মের উপস্থিতি ব্যতিরেকে বিবাহ কার্যটি নিষ্পন্ন হতে পারেনা। ধর্মকে কেন্দ্র করে বিবাহের মাধ্যমে পতি ও পত্নী উভয়েই ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে সক্ষম হন। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে পত্নীর উপস্থিতি একান্ত কাম্য। কারণ পত্নী বিনা এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। পত্নী ধর্মাচরণের অনুকূল হলে ধর্ম, অর্থ ও কাম উভয়ই লাভ করা যায়। ধর্ম হতে অর্থ লাভ হয়। অর্থ কামনা পূরণ করতে সমর্থ। এই তিনটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অতএব ধর্মকে বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য বলা যায়।[১৮]

প্রতি - হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে জন্ম থেকে মানুষ তিনটি ঋণে আবদ্ধ যথা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ; ব্যক্তি সুষ্ঠ ও সংযত ভাবে ব্রহ্মচারী অবস্থায় বেদাধ্যয়ন করে জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত করে, মানুষ ঋষিঋণ শোধ করতে পারেন। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে দেবঋণ শোধ করা যায় এবং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আর এই পিতৃঋণ শোধ করার উপায় হিসেবে সন্তান উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে এবং প্রজননের ফলে এই সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে বংশধারা রক্ষিত হয়। এটি হল বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনের পর প্রজননের জন্য ব্যক্তিকে যোগ্য কন্যাকে অবশ্যই বিবাহ করার কথা বলা বলেছেন। কারণ স্ত্রীলোক হল প্রজননের হেতু।[১৯]

রতিঃ : বিবাহ হল একটি শরীর সংস্কার যা মানুষের শরীরকে পবিত্র করে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিবাহের শারীরিক দিকটিকেও উপেক্ষা করেননি। ভারতীয় দর্শনে যে চারপ্রকার পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে তৃতীয় প্রকার পুরুষার্থ হল কাম। বিবাহের অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য হল কাম, আর বিবাহের মাধ্যমে কাম রূপ পুরুষার্থের পরিপূর্ণতা ঘটে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাৎস্যায়নের মতে- "শরীরস্থিতি হেতুত্বাদাহারধর্ম্মাণো হি কামাঃ, ফলভূতাশ্চ ধর্ম্মার্থয়োঃ।।"[২০] অর্থাৎ শরীরকে বাঁচাবার জন্য প্রতিদিন যেমন আহারের প্রয়োজন হয়, ঠিক সেইরূপ কামেরও প্রয়োজন হয়। এর অভাবেও শরীর নষ্ট হতে পারে।
প্রাচীন ভারতীয়শাস্ত্রে যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মচর্য অবস্থার পর গৃহস্থ অবস্থায় যাওয়াটাই বিধি হিসাবে স্বীকৃত রয়েছে তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই গৃহস্থাশ্রম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে হতো। আর এই গৃহস্থাশ্রমটি সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করতে হলে বিবাহ অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে পতি ও পত্নী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক ছিল, বিশেষত পত্নী নির্বাচন কার্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রাচীন ভারতে বিবাহের অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল উচ্চবংশজাত ও সুযোগ্য পুত্র সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে বজায় রাখা। এবং যা একটি পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান সহায়ক।

পরিবারের বিভিন্ন কর্তব্য :

ক. পঞ্চমহাযজ্ঞ :

প্রাচীন ভারতীয় পরিবারে গৃহস্থকে পরিবারের মঙ্গলার্থে বহু কর্তব্য পালন করতে হত। প্রাচীন ঋষিগণও শাস্ত্র মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থকে বহু কর্তব্য-কর্ম বা ধর্মপালনের বিধান দিয়েছিলেন। এই কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল পঞ্চমহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞগুলি হল যথাক্রমে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ পালনের মাধ্যমে গৃহী সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। মনুসংহিতায় মনু গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন এইরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞ পালনের বিধান দিয়েছিলেন এবং গৃহীকে বিধানানুসারে প্রত্যহ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করতে হতো। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, "ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।।"[২১] অর্থাৎ ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুসারে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ কখনই পরিত্যাগ করবেন না। একজন গৃহী কেন গৃহস্থে প্রত্যহ পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পালন করবে প্রাচীন শাস্ত্রে তারও উল্লেখ করা হয়েছে -

প্রথমত, বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সামর্থ্য অনুসারে এই পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একদিনও পরিত্যাগ করেননা তিনি নিত্য গৃহস্থে বাস করলেও হিংসারূপ পাপ কাজে লিপ্ত হন না। অর্থাৎ উনুন প্রভৃতি যে হিংসা স্থান আছে তা থেকে অজ্ঞাতসারে প্রাণী বধের জন্য যে দোষ হয়, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফলে তার বিনাশ হয়। ফলত পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতিদিনের পালনীয় নিত্য কর্ম ছিল। মনুসংহিতা তে বলা হয়েছে যে, "পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ। স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্নলিপ্যতে।।"[২২]

দ্বিতীয়ত, ঋষিগণ, পিতৃকুল, দেবতাগণ, প্রাণীসমূহ এবং অতিথিবৃন্দ সপত্নীকগৃহীদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন। ধর্মজ্ঞ গৃহীর কর্তব্য তাদের প্রতি সেই কর্তব্যগুলি পালন করা। তাই বলা হয়েছে যে, গৃহী এই পঞ্চমহাযজ্ঞের অর্চনা করে তাঁদের তৃপ্তি সাধন করবেন।

তৃতীয়ত, পঞ্চমহাযজ্ঞ গুলি মধ্যে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ পালন করার মাধ্যমে গৃহী জন্মসূত্রে প্রাপ্ত তিনটি ঋণ যথা ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ শোধ করতে পারতেন।

এখন এই পঞ্চমহাযজ্ঞ গুলি সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করা হল। যজ্ঞ কথার ব্যপক অর্থ হল কর্তব্য। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পনম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞঽতিথিপূজনম্।।"[২৩] অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনার নাম হল ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পন করার নাম হল পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম হল দৈবযজ্ঞ, পশুপক্ষাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপবলির নাম হল ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম হল মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ : বেদের অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায় হল ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ। প্রাচীন ঋষিরা যে অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদাদি গ্রন্থের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছেন, গৃহস্থের কর্তব্য ছিল ঋষিযজ্ঞ রূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই জ্ঞানের দীপ্তি প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক বিস্তার লাভ করা। তাই শাস্ত্র মধ্যে গৃহস্থকে বেদধ্যয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনুস্মৃতিতে মনু বলেছেন যে, "স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ সাদ্দৈবে চৈবেহ কর্মণি।"[২৪] অর্থাৎ গৃহী সর্বদা বেদধ্যয়নে ও দৈব কর্মে যত্নবাণ হবেন। শুধু তাই নয়, তার সাথে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাথে গৃহীকে বেদের অধ্যাপনাকেওগ্রহণ করতে হবে। আর এই ঋষিযজ্ঞ পালনের মাধ্যমেবেদধ্যয়ন ও বেদ অধ্যাপনার দ্বারা গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদবিদ্যা প্রবাহিত হয়ে অক্ষুণ্ণ থাকতো।

দেবযজ্ঞ : দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন যত্নপূর্বক হবির্দানকে দেবযজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞে প্রধানত বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে হোম করা হয়। মনুস্মৃতিতে মনু বলেছেন – “বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্বকম্। আভ্যঃ কুর্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণেশ্চ হোমমন্বহম্।”[২৫] অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে অন্ন সিদ্ধ করে গৃহ্য অগ্নিতে যথা বিধি এই সমস্ত বিশ্ব দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম করবেন। বৈশ্বদেব হোমের বিধি হল প্রথমে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক ভাবে এবং তারপর ঐ দুটি দেবতার উদ্দেশ্যে সমুচ্চিত ভাবে হোম করতে হবে। তারপর বিশ্বদেব ও ধন্বন্তরির, তারপর যথাক্রমে কুহু, অনুমুতি, প্রজাপতি, পৃথিবী এবং সকলের শেষে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশ্যে হোম করতে হবে।

পিতৃযজ্ঞ : পিতৃযজ্ঞ হল পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ। যে পিতৃপুরুষের কৃপায় মানুষ পৃথিবীর আলো দেখেছেন এবং যাদের তপস্যার ফল আংশিক হলেও মানুষ ভোগ করেন, সেই পিতৃ - পুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশ্যেপ্রত্যেক গৃহীকে কিছু শাস্ত্রীয় বিধি পালন করতে হত। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, “কুর্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা। পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্।।”[২৬] অর্থাৎ পিতৃ পুরুষের প্রীতির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন অন্নদ্বারা, দুগ্ধদ্বারা, ফলমূল দ্বারাযথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করতে হবে। গৃহীর পক্ষে পিতৃ পুরুষের প্রতি দেবতাবুদ্ধি করেই শ্রদ্ধাভরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কর্তব্য ছিল।

ভূতযজ্ঞ : যাদেরকে কেউ অন্ন দেয় না এরকম পতিত জাতি এবং কুকুর ইত্যাদিকে শ্রদ্ধার সাথে আহার্য দান করাকে বলে ভূতযজ্ঞ। মনুস্মৃতিতে মনু গৃহীর উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, “শুনাঞ্চ পতিতালঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম। বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈর্নিবপেদভুবি।”[২৭] অর্থাৎ কুকুর, পতিত, চণ্ডাল, কুষ্ঠি প্রভৃতি পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে পৃথিবীর উপর প্রত্যহ অন্ন বিতরন করতে হবে।

মনুষ্যযজ্ঞ : অতিথি সেবার নাম হল মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ। প্রাচীন যুগে অতিথি সৎকার গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকৃত হতো। প্রাচীন ভারতীয় পরিবারে অতিথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিল এবং অতিথি নমস্যজ্ঞানে পূজিত হতেন। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, “কৃত্বৈতদ্বালিকার্মৈবমতিথিং পূর্বমাশয়েৎ। ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে।”[২৮] অর্থাৎ বলি কর্ম করে দ্বিজ প্রথমে অতিথি ভোজন করাবেন, ভিক্ষুকে ও ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দেবেন। এছাড়া গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহে আগত বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথাবিধি ভোজন ও জলোপাত্র দান করবেন। গৃহে উপস্থিত অতিথিকে যথাবিধি সন্মান করে আসন ও জল ও যথাশক্তি অন্ন দান করবেন। নিজে থেকে গৃহে আগত অতিথিকে গৃহী যথাবিধি সৎকার করে আসন, পা ধোবার জল, সামর্থ্য অনুযায়ী অন্নব্যঞ্জন প্রদান করবেন। গৃহী যত দরিদ্র হোক না কেন অতিথির প্রতি আদর দেখানো থেকে নিবৃত্ত হওয়া তাঁর কখনই উচিত নয়। গৃহী দরিদ্র হলেও এবং অন্ন দানে সামর্থ্য না হলেও গৃহী যদি অথিতির সজ্জন হন, তবে তাঁর গৃহে আগত অতিথি শয়নের জন্য তৃণ শয্যা, বসার জন্য ভূমি, পা ধোবার জন্য জল এবং সর্বপরি প্রিয়বাক্য প্রদান করবেন। এগুলি দিতে গৃহী কখনই কৃপণতা করবেননা। কারণ মনুসংহিতায় বলা হয়েছে – “ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্।”[২৯] অর্থাৎ অতিথি সৎকার ধনলাভ ও যশলাভের সহায়ক, আয়ুবর্ধক ও স্বর্গলাভ জনক।

অতএব দেখা গেল প্রাচীন ভারতীয় পরিবারে বা গৃহে গৃহী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কখনই দিন কাটাতে পারতেন না। গৃহীর কর্তব্য খুব সহজ ছিলনা, তাকে অনেক গূঢ় দায়িত্ব পালন করতে হত। এবং এই দায়িত্বগুলো পালন করার মাধ্যমে পরিবারের সুখসাচ্ছন্দ্য বজায় থাকতো।

খ. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য : বৈদিক যৌথ পরিবারে সাধারণত পিতা-মাতা এবং পিতা-মাতামহের ভালোবাসা ও যত্নের মধ্য দিয়ে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধিত হত। এই প্রকার পরিবার ব্যবস্থা একজন শিশুকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করে এবং এই প্রকার পরিবারের মধ্য দিয়ে তার মানসিক চাহিদা গুলি পূরণ হয়, যার মাধ্যমে একজন শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। পরিবারের পিতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল সন্তানের মঙ্গলকর কর্ম করা। মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে যে,

একটি পরিবারে পিতা কর্তব্য হল পুত্রকে অনুশাসন করা।[৩০] অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে, অনুকূল কর্ম যেন পুত্র আচরণ করে এবংপুত্রের প্রতি মাতা সমানমনস্কা হবেন।[৩১]

গ. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য : পরিবারের কর্তাকে বাবা মায়ের প্রতি দায়বদ্ধতা, তাঁদের প্রতি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে - "যংমাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্তুং বর্ষশতৈরপি।।"[৩২] অর্থাৎ সন্তানের জন্ম গ্রহনের জন্য মাতা-পিতা যে কষ্ট সহ্য করে সেই ঋণ শত শত বছরেও শোধ করা যায় না। ফলত তাঁদেরকে সর্বদা বিপদ থেকে রক্ষা করা, সবসময় তাঁদের পাশে থাকা পরিবারের কর্তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই ব্যক্তিকে সকল সময়ে আচার্য ও পিতা-মাতার প্রিয় কর্ম সম্পাদনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এবং যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন গৃহীকে ততদিন এই সকল কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এই তিনজন ব্যক্তি যদি কর্তার কর্তব্য-কর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং ভক্তিপূর্বক যদি তাঁদেরকে আরধনা করা যায় তাহলে বহু বছর ধরে চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করে যে ফল লাভ করা যায় তা আচার্য, পিতা ও মাতাকে পরিতৃপ্তিকরার মাধ্যমে লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে যে, "তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।"[৩৩] অর্থাৎ এই তিনজনের শুশ্রূষা হল শ্রেষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি এই তিনজনকে সেবা শুশ্রুষা করে তাঁর পক্ষে সেটা হল সর্বশ্রেষ্ট তপঃ। কারণ যেহেতু পুত্র যখন গৃহী হিসাবে গৃহস্থাশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিতি করেন তখনই তাঁর পক্ষে পিতা-মাতাদিকে সেবা করা দরকার হয় কারণ পিতা-মাতাদি তখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁদেরকে তখন অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

অতএব বলা যায় পিতা, মাতা, আচার্য এই তিন জনকে পরিচর্য্যা করা গৃহীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই তিনজনকে পরিচর্য্যা করেন তাঁদের পক্ষে সকল ধর্ম কর্মই সফল হয়, অন্যদিকে যে ব্যক্তি তাঁদেরকে অবহেলা করেন তাঁদের সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম বিফল হয়ে পড়ে।

আবার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কিরূপ কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, "মাভ্রাতাভ্রাতরংদ্বিক্ষমাস্বসারমুতস্বসা। সম্যঞ্চঃসব্রতাভূত্বাবাচংবদতভদ্রয়া।।"[৩৪] অর্থাৎ ভাই যেন ভাইয়ের প্রতি, বোন যেন বোনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে। তাঁরা যেন একে অপরের প্রতি মধুর ও শোভন বাক্য ভদ্রভাবে উচ্চারণ করবে এবং এর গুরুত্ব অনুভব করবে এবং সকল সময়ে এইরূপ শোভন আচরণের অনুশীলন করবে।

উপসংহার : পৃথিবীর যে কোন সভ্য সমাজে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরিবার এমন একটি গোষ্ঠী যেখানে একজন ব্যক্তি সামাজিক কুশলতা ও ব্যক্তিগত কুশলতা অর্জন করতে পারে। জগত যেহেতু পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সাথে পারিবারিক বিষয়সমূহের নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে ব্যর্থতার জন্যই বর্তমানে আধুনিক পরিবারে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই সমস্যাসমূহের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে দ্রষ্টব্য এই যে বর্তমানে মানুষের জীবন থেকে পারিবারিক মূল্যবোধগুলি ক্রমশ ভগ্নপ্রাপ্ত। আধুনিক সময়কালে মানুষ অনেক বেশি জড়বাদী এবং অহং সর্বস্ববাদী। এমতাবস্থায় মানুষ পুনরায় একটি সুন্দর, সামঞ্জস্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সমর্থ হবে, যদি প্রাচীন ভারতের পারিবারিক মূল্যবোধগুলি যথাযথভাবে জীবনে প্রয়োগ করে। তাই বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভারতীয় পারিবারিক মূল্যবোধগুলির চর্চা ও চর্যা খুবই প্রয়োজনীয়।

Reference:

১. Aristotle, Politics, translated by Ernest Barker, Oxford University Press, New York, 1995, P. 9

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯ (৬\৮৭), পৃ. ১৭৪

৩. তদেব, (৪/১), পৃ. ১১৭

৪. মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্ (শান্তিপর্ব্ব), শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ (সম্পা.),

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, (১৮৪/৮), পৃ. ১৩৪৫
৫. তদেব, (২৩৯/১৩), পৃ. ২৪৪৮
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, (৩/৪), পৃ. ৮৫
৭. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, উপনিষদ (দ্বিতীয়ভাগ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, (তৈ.উ. ১/১১/১), পৃ. ৪৮৩
৮. মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্ (শান্তিপৰ্ব্ব), শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ (সম্পা.), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, (২৪০/১), পৃ. ২৪৫৩
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দপাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, (৩/৭৭), পৃ. ৯৩
১০. তদেব, (৬/৯০), পৃ. ১৭৪
১১. তদেব, (৩/৭৮), পৃ. ৯৩
১২. তদেব, (শান্তিপৰ্ব্ব), (১২/১৭), পৃ. ৯৫
১৩. Tripathi, Divya, 'Vedic Philosophy of Marriage' In Indian Family System, edited by Bal Ram Singh, D.K. Printworld (P) Ltd, New Delhi, 2011, P. 21-22
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দপাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, (৯/৯৫), পৃ. ২৫৮
১৫. মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্ (আদিপৰ্ব্ব), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, (৮৮/৪১), পৃ. ১০২২
১৬. দত্ত, রমেশচন্দ্র, ঋগ্বেদ-সংহিতা [প্রথম খণ্ড], হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬, (১। ১৩১। ৩), পৃ. ২৬১
১৭. তদেব, (১। ১৭৩। ২), পৃ. ৩১৪
১৮. ভট্টাচার্য্য, সুখময়, মহাভারতের সমাজ, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, শান্তিনিকেতন, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩১
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, (৯/২৬), পৃ. ২৫১
২০. রায়, ত্রিদিবনাথ (সম্পা.), বাৎস্যায়নের কামসূত্র, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০, পৃ. ৪৭
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, (৪/২১), পৃ. ১১৯
২২. তদেব, (৩/৭১), পৃ. ৯২
২৩. তদেব, (৩/৭০), পৃ. ৯২
২৪. তদেব, (৩/৭৫), পৃ. ৯৩
২৫. তদেব, (৩/৮৪), পৃ. ৯৪
২৬. তদেব, (৩/৮২), পৃ. ৯৩
২৭. তদেব, (৩/৯২), পৃ. ৯৫
২৮. তদেব, (৩/৯৪), পৃ. ৯৫
২৯. তদেব, (৩/১০৬), পৃ. ৯৬
৩০. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩১. গোস্বামী, শ্রীবিজনবিহারী (সম্পা.), অথর্ববেদ-সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৭
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দপাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, (২/২২৭),

পৃ. ৮১
৩৩. তদেব, (২/২২৯), পৃ. ৮১
৩৪. গোস্বামী, শ্রীবিজনবিহারী (সম্পা.), অথর্ববেদ-সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৭

Bibliography:

Agrayala, V. S. *India As Known to Pāṇini.* Allahabad Law Journal Press, 1953
Aristotle. *Politics.* Translated by Ernest Barker, Oxford University Press, 1995
Bell, Norman W., and Ezra F. Vogel. *A Modern Introduction to The Family.* The Free Press, 1968
Fletcher, Ronald. *The Family and Marriage.* Penguin Book Ltd., 1962
Goode, William J. *The Family.* Prentice-Hall of India (Private) Ltd., 1965
Maciver, R. M., and Charles H. Page. *Society: An Introductory Analysis.* Macmillan India Ltd., 1950
Mackenzie, J. S. *Outline of Social Philosophy.* George Allen and Unwin Ltd., 1952
Russell, Bertrand. *Marriage and Morals.* George Allen and Unwin Ltd., 1929
Tripathi, Divya. “Vedic Philosophy of Marriage.” *Indian Family System*, edited by Bal Ram Singh, D.K. Printworld (P) Ltd., 2011, pp. 17-37
গোস্বামী, শ্রীবিজনবিহারী (অনু. ওসম্পা.), *অথর্ববেদ-সংহিতা,* কলকাতা: হরফপ্রকাশনী, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ
গোস্বামী, নৃপেন্দ্র, *ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ
চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পা.), *ভারতীয় ধর্মনীতি,* কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৮
দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথমখণ্ড), কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬
দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয়খণ্ড), কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮
প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ (সম্পা.), *বিবাহ সংস্কারবিধি,* কলকাতা: আর্যসমাজ, ১৩৯০বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, *মনুসংহিতা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯
ভট্টাচার্য্য, সুখময়, *মহাভারতের সমাজ,* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
ভট্টাচার্য্য, শ্রীনারায়নচন্দ্র, *অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
শ্রীভূতনাথসপ্ততীর্থ (অনু.), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য* (প্রথমখণ্ড)
মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্* (আদিপর্ব্ব), শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ (সম্পা.), কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ
মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্* (বনপর্ব্ব), শ্রীমদ্হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ (সম্পা.), কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্* (দ্রোণপর্ব্ব), শ্রীমদ্হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ (সম্পা.), কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্* (শান্তিপর্ব্ব), শ্রীমদ্হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ (সম্পা.), কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ
রায়, ত্রিদিবনাথ (সম্পা.), *বাৎস্যায়নের কামসূত্র,* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 499 – 509
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পা.), *উপনিষৎ গ্রন্থাবলি* (দ্বিতীয়ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৪
স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পা.), *উপনিষৎগ্রন্থাবলি* (তৃতীয়ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৫
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ্* (প্রথমভাগ), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ্* (দ্বিতীয়ভাগ), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, *গৃহস্থধর্ম,* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৪